ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-১০০৭৬
আগরতলা, ১৭ মার্চ, ২০২৩

বোধজংনগর শিল্পনগরীতে সুরক্ষা সচেতনতা শিবির

ফ্যাক্টরীজ এন্ড বয়লার্স অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে সম্প্রতি বোধজংনগর শিল্পনগরীতে প্রাণ বিভারেজ ইন্ডিয়া প্রা: লি: -এ কর্মরত শ্রমিকদের নিয়ে এক সুরক্ষা সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উদ্বোধক তথা প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য রতন চক্রবর্তী। তিনি তাঁর ভাষণে শ্রমিক সুরক্ষা সচেতনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, যে সচেতন সমাজ গড়ে তুলতে না পারলে শুধু আইন করে সুরক্ষিত রাখা সম্ভব নয়। মানুষের অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য সরকার নিরন্তর কাজ করে চলেছে। শ্রমিক কর্মচারিদের যেন কোনও কারখানার মালিক পক্ষ অবহেলা না করতে পারে তার জন্য সরকার সুরক্ষা কবচ তৈরী করেছে কিন্তু সচেতনতাই পারে একমাত্র দুর্ঘটনা মুক্ত হয়ে সুরক্ষিত রাখতে। তিনি ফ্যাক্টরীজ এন্ড বয়লার্স অর্গানাইজেশনের এধরণের কর্মকান্ডকে সময়োপযোগী ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলে আখ্যায়িত করেন এবং ভবিষ্যতে অন্য কলকারখানায়ও এই ধরণের অনুষ্ঠান করার জন্য আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ফ্যাক্টরীজ এন্ড বয়লার্স অর্গানাইজেশনের ইনভেস্টিগেটর দিলীপ কুমার ভৌমিক জাতীয় সুরক্ষা দিবস ও জাতীয় সুরক্ষা সপ্তাহ যথাযথ ভাবে পালনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। কারখানার তরফে আলোচনায় অংশ নিয়ে ম্যানেজার অঞ্জনাভ মজুমদার শ্রমিক সুরক্ষা বিষয়ে আলোকপাত করেন এবং সুরক্ষা বিধি মেনে সকল শ্রমিককে কাজ করার আহ্বান জানান।

প্রধান বক্তা হিসাবে ফ্যাক্টরীজ এন্ড বয়লার্স অর্গানাইজেশন এর চীফ ইন্সপেক্টর অফ ফ্যাক্টরীজ এন্ড বয়লার্স ইঞ্জিনীয়ার সূর্যপাল মজুমদার কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের বিভিন্ন ধরণের সুরক্ষা ও সাবধানতার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিটি কারখানাকে নিরাপদ ও স্বাস্থ্য সম্মত কারখানা হিসাবে উন্নীত করার আহ্বান জানান এবং উপযুক্ত সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহার করে শ্রমিকরা যাতে কাজ করেন সেদিকে লক্ষ্য রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ৫২তম জাতীয় সুরক্ষা সপ্তাহের মূল ভাবনা হলো ‘আমাদের লক্ষ্য-শূন্য ক্ষতি’ এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, সুরক্ষার ব্যাপারে যেনো কোনো আপোষ না করা হয়। দুর্ঘটনা থেকে অব্যাহতি পেতে শ্রমিক ও কর্মকর্তাসহ সকল কর্মীদের নিয়মিত দক্ষতা উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণের উপর তিনি জোর দেন। অনুষ্ঠানে প্রাণ কারখানায় কর্মরত প্রায় ৪০০ জন শ্রমিক উপস্থিত ছিলেন। প্রাণ কোম্পানীর পক্ষে সমীক চৌধুরী ধন্যবাদ সূচক ভাষণ প্রদান করেন।

****